পর্ব : ১৫

অন্যান্য প্রবন্ধ

# রমেশচন্দ্র দত্তের সমাজচেতনা

বলরাম দাস

রমেশচন্দ্র দত্ত কেবল একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন প্রশাসনিক আধিকারিক, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। বাঙালি তথা সমগ্র ভারতবর্ষের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ICS অফিসার।[১] রমেশচন্দ্রের সমাজচেতনা আলোচনা করতে হলে দুটি পর্যায়ে তা করতে হবে। প্রথমত, সরকারি কর্মজীবনে রমেশচন্দ্রের সমাজচেতনা ও সংস্কার; দ্বিতীয়ত, সাহিত্য ও উপন্যাসে তাঁর সমাজিক চিন্তা-চেতনা। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২] দীর্ঘ ২৬ বছর (১৮৭১-১৮৯৭) তিনি সরকারি চাকুরিতে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সাহিত্য নিয়ে চর্চা করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নিজের পরিবারের ভূমিকা যেমন ছিল, তেমনি বাংলা সাহিত্য রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি স্বাধীনভাবে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেছিলেন। সুতরাং প্রশাসনিক আধিকারিক ও সাহিত্য রচনায়—এই উভয় ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের সমাজচেতনা কীভাবে ধরা পড়েছিল, সেই বিষয়ই এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

## প্রশাসনিক আধিকারিক হিসেবে রমেশচন্দ্রের সমাজচেতনা

উনিশ শতকের পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত কলিকাতার সামাজিক পটভূমি ও নিজের পারিবারিক পরিবেশ রমেশচন্দ্রকে আধুনিক চিন্তা-চেতনায় ভাবাতে সাহায্য করেছিল। পরিবারের সদস্যদের ন্যায় তাঁর কাছেও পশ্চিমী সংস্কৃতি ও সরকারি চাকুরি কাম্য ছিল। পিতামহ রসময় দত্ত, পিতৃব্য কৈলাশচন্দ্র দত্ত, পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত ও পরিবারের অন্য সদস্যগণকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরি করতে রমেশচন্দ্র দেখেছিলেন। সরকারি চাকুরি তাঁর কাছে ছিল গৌরবের প্রতীক। বিশেষ করে সিভিল সার্ভিসে অংশগ্রহণ করাকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় রমেশচন্দ্র এই পথ বেছে নিয়েছিলেন।